দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের বেতন পেতে নানা বিড়ম্বনা

রাশেদ মেহেদী॥ বেসরকারি হাই স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ পেতে নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সাথে আলাপকালে এ তথ্য পাওয়া গেছে। শিক্ষা সচিব নিজেও এ বিড়ম্বনার কথা স্বীকার করেছেন।

জানা গেছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এমপিও (মানথ্লি পেমেন্ট অর্ডার)-এর ভিত্তিতে বেতনের সরকারি অংশ পেয়ে থাকেন; কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে বর্তমানে শিক্ষকরা ২/৩ মাস পর এক মাসের বেতন পান। আবার ৩ মাস পর এক মাসের বেতন পেতেও তাদের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। নির্ধারিত ব্যাংক কর্মচারীরা নির্ধারিত সময়ে শিক্ষক অ্যাকাউন্ট পোস্টিং না দেয়ার কারণে তাদের বেতন পেতে বাড়তি কয়েকদিন সময় লেগে যায়। গ্রামাঞ্চল থেকে যারা শহরে অথবা বন্দরের ব্যাংকগুলোতে আসেন তাদের বাড়তি কয়েক দিন আসতে বাড়তি অর্থেরও অপচয় হয়। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকরা স্কুল থেকে যা পান তাও সামান্য।

ফলে তাদের পুরোপুরি সরকারি অংশের ওপর নির্ভর করতে হয়। ঢাকা শহরের ২টি, নারায়ণগঞ্জ এলাকার ১টি বেসরকারি হাই স্কুলের শিক্ষকরা জানান, শিক্ষা সচিবের অফিস, মহাপরিচালকের অফিস প্রভৃতি অফিসে আমলতান্ত্রিক জটিলতা আর ব্যাংকে সময়মতো অ্যাকাউন্ট পোস্টিং না হওয়ার কারণেই তাদের নির্ধারিত বেতন অনিয়মিতভাবে পেতে হচ্ছে। ব্যাংক কর্মচারীরাও প্রায়শ বেতন তুলতে যাওয়া শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন।

বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনপ্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন দেয়া হয় না। বেতনের আগে পত্রিকায় সার্কুলার দেয়া হয়। সার্কুলার অনুযায়ী শিক্ষকরা ব্যাংকে যোগাযোগ করেন। জানা গেছে, এ সার্কুলার সিস্টেম

এবং ব্যাংকের জটিলতার কারণেই বেতন পেতে বিলম্ব ঘটে। শিক্ষা সচিবের অফিস, মহাপরিচালকের অফিস এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখা থেকে বেতন নির্দিষ্ট সময়ে ইস্যুর জন্য সই হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তারা সময়মতো ক্যাশ ইস্যু করেন না। ফলে ২/৩ মাস পরপর একবার সার্কুলার দিয়ে বেতন দিতে হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার সাথে ব্যাংকের কাজের ক্ষেত্রে রেগুলারিটি বজায় না থাকার কারণেও শিক্ষকদের বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে।

জানা গেছে, শিক্ষকদের বেতন পরিশোধের জন্য বাৎসরিক নির্দিষ্ট বাজেট রয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম বেসরকারি

শিক্ষকদের বেতনপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ও বিড়ম্বনার কথা স্বীকার করেন। তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, বিষয়টি অনেক দিন যাবৎ চলে আসছে। ব্যাংক সময়মতো টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে পারছে না। তবে আমরা চেষ্টা করছি বিষয়টি ইমপ্রুভ করার।

আশা করি শিক্ষকদের বেতনপ্রাপ্তির ঝামেলা অনেকখানি কমে যাবে।